পঞ্চদশ অধ্যায়

কোম্পানীর মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ

২৩২। **অধ্যায়ের প্রয়োগ।**— (১) এই অধ্যায় শিল্প সম্পর্কিত কাজ কর্মে নিয়োজিত এমন সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে যাহারা কোম্পানী এবং নিম্নলিখিত যে কোন শর্ত পূরণ করে, যথাঃ–

(ক) কোন বৎসরে কোন সময়ে কোন শিফ্‌টে কোন কোম্পানী কর্তৃক নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা অন্যূন একশত জন;

(খ) কোন কোম্পানীর হিসাব বৎসরের শেষ দিনে উহার পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ অন্যূন এক কোটি টাকা;

(গ) কোন কোম্পানীর হিসাব বৎসরের শেষ দিনে উহার স্থায়ী সম্পদের মূল্য অন্যূন দুই কোটি টাকা।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহাতে উলিস্নখিত অন্য কোন কোম্পানীর ক্ষেত্রেও এই অধ্যায় প্রয়োগ করিতে পারিবে।

২৩৩। **বিশেষ সংজ্ঞা।**— (১) বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যায়ে–

(ক) "অংশগ্রহণ তহবিল" অর্থ এই অধ্যায়ের অধীন স্থাপিত শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল;

(খ) "কল্যাণ তহবিল" অর্থ এই অধ্যায়ের অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ তহবিল;

(গ) "কোম্পানী" অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অর্থে কোন কোম্পানী, এবং নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা ঃ–

(১) আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন স্থাপিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা;

(২) সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে কোম্পানী বলিয়া ঘোষিত কোন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা সমিতি, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক;

(ঘ) "তহবিল" অর্থ অংশগ্রহণ তহবিল এবং কল্যাণ তহবিল;

(ঙ) অংশগ্রহণ তহবিল এবং কল্যাণ তহবিল সম্পর্কে, "বোর্ড" অর্থ এই অধ্যায়ের অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড;

(চ) কোন কোম্পানী সম্পর্কে "মুনাফা" অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ৮৭-গ এ সংজ্ঞায়িত এমন নীট মুনাফা যাহা কোম্পানীর

বাংলাদেশে পরিচালিত কোন ব্যবসা, বাণিজ্য, সংস্থা অথবা অন্য কোন কাজের উপর আরোপনীয়;

(ছ) "শিল্প সম্পর্কিত কাজ-কর্ম" অর্থ এমন কোন কাজ-কর্ম যাহাতে ব্যবহৃত শক্তি মানুষ বা পশু দ্বারা উৎপন্ন নয় এবং যাহাতে কেবলমাত্র যান্ত্রিকভাবে সঞ্চালিত বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, তাপীয়, আণবিক অথবা অন্য কোন প্রকারের শক্তির ব্যবহার জড়িত থাকে এবং যাহা নিম্নলিখিত এক বা একাধিক কাজ কর্মের সংগে সংশিস্নষ্ট আছে, যথা ঃ–

(১) কোন দ্রব্য বা বস্তুকে প্রস্তুত, সংযোজন, নিখুঁত অথবা অন্য কোন স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় আনিয়া উহার আদি অবস্থার পরিবর্তন সাধন অথবা উহার মূল্য বৃদ্ধিকরণ;

(২) জাহাজ নির্মাণ;

(৩) পানি-শক্তিসহ বৈদ্যুতিক শক্তির পরিবর্তন, উৎপাদন, রূপান্তর, সঞ্চালন অথবা বিতরণ;

(৪) তেল এবং গ্যাসের মিশ্রণ, পরিশোধন বা শোধনসহ খনি, তেল কুপ অথবা খনিজ মওজুদের অন্যান্য উৎসে কাজ;

(৫) তেল অথবা গ্যাস বিতরণ ও বিপণন;

(৬) আকাশ বা সমুদ্র পথে মানুষ অথবা মালামাল পরিবহন;

এবং সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে শিল্প সম্পর্কিত কাজ কর্ম বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন কাজ কর্মও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(জ) কোন কোম্পানীর "শ্রমিক" বলিতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি পদ-মর্যাদা নির্বিশেষে উক্ত কোম্পানীতে অন্যূন ছয়মাস যাবত চাকুরীতে নিযুক্ত রহিয়াছেন; তবে নিম্নোক্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের আওতায় শ্রমিক সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না–

(১) ব্যবস্থাপনা কিংবা প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তি,

(২) তদারকি কর্তৃত্বে নিযুক্ত ব্যক্তি যিনি পদাধিকার বলে বা তাহার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক ধরনের কাজ করিয়া থাকেন।

(২) এই অধ্যায়ে কোন কোম্পানীর "পরিশোধিত মূলধন" এবং "স্থায়ী সম্পদের মূল্য" বলিতে বিদেশে সংবিধিবদ্ধ কোন কোম্পানীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অবস্থিত কোন শাখায় নিয়োজিত উহার মূলধন ও স্থায়ী সম্পদের মূল্যকে বুঝাইবে।

২৩৪। **অংশগ্রহণ তহবিল ও কল্যাণ তহবিল স্থাপন।**— (১) এই অধ্যায় প্রযোজ্য

হয় এরূপ প্রত্যেক কোম্পানী–

(ক) এই অধ্যায় প্রযোজ্য হইবার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে এই অধ্যায়ের বিধান মোতাবেক একটি শ্রমিক অংশ গ্রহণ তহবিল ও একটি শ্রমিক কল্যাণ তহবিল স্থাপন করিবে; এবং

(খ) প্রত্যেক বৎসর উহা শেষ হইবার অন্যূন নয় মাসের মধ্যে, উক্ত বৎসরের নীট মুনাফার পাঁচ শতাংশ অংশগ্রহণ তহবিল ও কল্যাণ তহবিলে ৮০ঃ২০ অনুপাতে প্রদান করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) (খ) এর অধীন উক্ত তহবিলদ্বয়ে প্রদত্ত অর্থ যে বৎসরের জন্য প্রদান করা হইবে সে বৎসর শেষ হইবার অব্যবহিত পরের বৎসরের পহেলা তারিখে উহা তহবিলদ্বয়ে বরাদ্দ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২৩৫। **তহবিলদ্বয়ের ব্যবস্থাপনা।**— (১) অংশগ্রহণ তহবিল ও কল্যাণ তহবিল স্থাপিত হইবার পর যথাশীঘ্র সম্ভব নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হইবে, যথা ঃ–

(ক) কোম্পানীর যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য, এবং এইরূপ কোন প্রতিনিধি না থাকিলে, কোম্পানীর শ্রমিকগণ কর্তৃক তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচিত দুইজন সদস্য; এবং

(খ) কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য, যাহাদের মধ্যে অন্তত একজন হইবেন কোম্পানীর হিসাব শাখা হইতে মনোনীত ব্যক্তি।

(২) ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যগণ পালাক্রমে উপ-ধারা (১) (ক) ও (১) (খ) এর অধীন সদস্যগণের মধ্য হইতে প্রত্যেক বৎসরের জন্য উহার একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করিবেন, তবে প্রথম চেয়ারম্যান উপ-ধারা (১)(খ) এর অধীন সদস্যগণের মধ্য হইতে হইবে।

(৩) এই অধ্যায় এবং এতদউদ্দেশ্যে প্রণীত বিধির বিধান অনুযায়ী ট্রাস্টি বোর্ড তহবিলদ্বয়ের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করিবে।

(৪) ট্রাস্টি বোর্ড উহার ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশের অধীন থাকিবে।

(৫) সরকার যদি এই মত পোষণ করে যে, ট্রাস্টি বোর্ড বা উহার কোন সদস্য দায়িত্ব পালনে পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হইতেছে অথবা সাধারণত তহবিলদ্বয়ের লক্ষ্য ও স্বার্থের সহিত অসংগতিপূর্ণভাবে কাজকর্ম করিতেছে তাহা হইলে সরকার, বোর্ড বা সদস্যটিকে কারণ দর্শাইবার সুযোগ দান

করিয়া, আদেশ দ্বারা–

(ক) উহাতে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বোর্ড বাতিল করিতে পারিবে, অথবা সদস্যটিকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে; এবং

(খ) ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বা উক্ত সদস্যের পদে নূতন সদস্য মনোনীত বা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত বোর্ডের বা উক্ত সদস্যের ক্ষমতা ও দায়িত্ব, আদেশে উলিস্নখিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রয়োগ ও পালনের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন ট্রাস্টি বোর্ড বাতিল হইবার পর, উহার সদস্যগণ তাহাদের পদে আর বহাল থাকিবেন না এবং এই অধ্যায়ে বা কোন বিধিতে ট্রাস্টি বোর্ডের উলেস্নখ থাকিলে উহা উক্ত উপ-ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশে উলিস্নখিত ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৭) বাতিলের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই এই অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠিত হইবে যাহাতে ইহা উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পর উহার কার্যভার গ্রহণ করিতে পারে।

২৩৬। **দণ্ড।**— (১) যে ক্ষেত্রে কোন কোম্পানী ধারা ২৩৪ এর অধীন বিধানগুলি মানিতে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে সরকার, আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে উলিস্নখিত সময়ের মধ্যে উক্ত বিধানগুলি মানিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) যদি উক্ত কোম্পানী উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদেশ অনুযায়ী কাজ করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে সরকার, আদেশ দ্বারা উক্ত কোম্পানীর প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপক অথবা উহার ব্যবস্থাপনা কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত অন্য কর্মকর্তাকে অনধিক দশ হাজার টাকা দণ্ড প্রদান করিতে এবং, অব্যাহত ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, ব্যর্থতার প্রথম তারিখের পর হইতে প্রত্যেক দিনের জন্য আরোও এক হাজার টাকা দণ্ড প্রদান করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আরোপিত কোন দণ্ড আদেশে উলিস্নখিত তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা না হইলে ইহা সরকারী দাবী হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) অথবা (২) এর অধীন কোন আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি উহা পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের নিকট, উক্ত আদেশের ছয় মাসের মধ্যে, দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবেন, এবং উক্তরূপ দরখাস্ত প্রাপ্তির পর সরকার উক্ত আদেশটি পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিবে এবং ইহার উপর যথাযথ আদেশ প্রদান করিবে।

২৩৭। **তথ্য তলবের ক্ষমতা।**— এই অধ্যায় অথবা সংশিস্নষ্ট কোন বিধির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং ইহার প্রয়োজনে সরকার যে কোন সময়ে কোন কোম্পানী বা ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট হইতে তথ্য, দলিল-দস্তাবেজ অথবা কার্যধারার নথি-পত্র তলব করিতে পারিবে।

২৩৮। **বিরোধ নিস্পত্তি, ইত্যাদি।**— (১) তহবিলদ্বয়ের প্রশাসন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে ট্রাস্টি বোর্ড এবং কোম্পানীর মধ্যে কোন মতবিরোধ দেখা দিলে বিষয়টি সরকারের নিকট পেশ করিতে হইবে এবং ইহার উহার সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(২) তহবিলদ্বয় হইতে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ট্রাস্টি বোর্ড অথবা কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোন শ্রমিকের কোন অভিযোগ থাকিলে উহা দশম অধ্যায়ে বর্ণিত মজুরী হইতে কর্তন সম্পর্কে বিরোধ নিস্পত্তির পন্থা অনুযায়ী নিস্পত্তি করিতে হইবে।

২৩৯। **ক্ষমতা অর্পণ।**— সরকার এই অধ্যায়ের অধীন ইহার সকল অথবা যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহাতে উলিস্নখিত শর্ত সাপেক্ষে, ইহার কোন কর্মকর্তা অথবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিতে পারিবে ।

২৪০। **অংশগ্রহণ তহবিলের বিনিয়োগ।**— (১) অংশগ্রহণ তহবিলে বরাদ্দকৃত অথবা জমাকৃত সকল অর্থ কোম্পানীর ব্যবসা পরিচালনার কাজে লাগাইতে পারা যাইবে।

(২) কোম্পানী ট্রাস্টি বোর্ডকে অংশগ্রহণ তহবিলের অর্থ উপ-ধারা (১১) এর অধীন বিনিয়োগের কাজে ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে, এবং বোর্ড উক্তরূপ বিনিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) কোম্পানীর ব্যবসা পরিচালনার কাজে নিয়োজিত অংশগ্রহণ তহবিলের কোন অর্থের উপর, কোম্পানী ব্যাংক হারের আড়াই শতাংশ অধিক হারে অথবা উহার সাধারণ শেয়ারের জন্য ঘোষিত মুনাফার হারের পঁচাত্তর শতাংশ হারে, যাহা অধিক হইবে, সুদ প্রদান করিবে।

(৪) যদি কোন কোম্পানীর একাধিক শ্রেণীর সাধারণ শেয়ার থাকে, এবং উহার জন্য বিভিন্ন হারে মুনাফা ঘোষিত হয় তাহা হইলে, উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদেয় সুদের হার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উক্ত ঘোষিত বিভিন্ন মুনাফার হারের গুরুত্বানুযায়ী হিসাবকৃত গড়কে গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) অংশগ্রহণ তহবিলে প্রদেয় উক্তরূপ সুদ, তহবিলের অর্থ কোম্পানী যে বৎসরে ব্যবহার করিয়াছে, সেই বৎসরের অব্যবহিত পরবর্তী বৎসরের

প্রথম তারিখ হইতে তহবিলে জমা হইবে।

(৬) যে ক্ষেত্রে কোন কোম্পানী উপ-ধারা (১) এর অধীন অংশগ্রহণ তহবিলের কোন অর্থ নিজের ব্যবসার কাজে লাগাইতে ইচ্ছুক না হয় সে ক্ষেত্রেও, উক্ত তহবিলে টাকা বরাদ্দ হওয়ার তারিখ হইতে উহা উপ-ধারা (১১) অনুযায়ী বিনিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য তহবিলের উক্ত টাকার উপর উলিস্নখিত হারে কোম্পানী কর্তৃক সুদ প্রদেয় হইবে।

(৭) যদি অংশগ্রহণ তহবিল স্থাপিত হওয়ার পর কোন সময় কোম্পানী, বোনাস অথবা বোনাস শেয়ারের মাধ্যম ব্যতীত, অন্য কোনভাবে অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ করে, তাহা হইলে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোম্পানীর ব্যবহার যোগ্য কোন অর্থ অথবা অংশগ্রহণ তহবিলের কোন সম্পদ সাধারণ সম-মূলধনে পরিবর্তন করার প্রথম পছন্দ উক্ত তহবিলের থাকিবে; তবে ইহা, উক্তরূপ পরিবর্তনের পূর্বে, কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের পঁচিশ শতাংশ অথবা অতিরিক্ত মূলধনের পঞ্চাশ শতাংশ, যাহা কম হইবে, এর অধিক হইবে না।

ব্যাখ্যা।— এই উপ-ধারায় "অতিরিক্ত মূলধন" বলিতে কোম্পানীর কোন বিদেশী অংশীদারকে দেওয়ার প্রস্তাবকৃত বা প্রদত্ত কোন মূলধনকে বুঝাইবে না।

(৮) উপ-ধারা (৭) এর অধীন পরিবর্তনের অধিকার প্রয়োগের প্রয়োজনে, কোম্পানীর অতিরিক্ত মূলধনে অংশগ্রহণ করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে অংশগ্রহণ তহবিলের সম্পদ বিক্রি করিবার জন্য ট্রাস্টি বোর্ডকে পর্যাপ্ত সময় দিতে হইবে।

(৯) উপ-ধারা (৭) এ বর্ণিত পন্থায় সংগৃহীত শেয়ার অন্যান্য শেয়ারের মত একই পন্থায় ভবিষ্যত বোনাস এবং অধিকার-ইস্যুতে অংশগ্রহণ করিবে।

(১০) উপ-ধারা (৭) এ বর্ণিত পন্থায় সংগৃহীত শেয়ারের, অন্যান্য শেয়ারের মত একই পন্থায়, ভোটের অধিকার থাকিবে এবং উক্তরূপ ভোটের অধিকার অংশগ্রহণ তহবিলের পক্ষে ট্রাস্টি বোর্ড প্রয়োগ করিবে।

(১১) অংশগ্রহণ তহবিলের যে অর্থ কোম্পানী উপধারা (২) এর অধীন এই উপ-ধারায় উলিস্নখিতভাবে বিনিয়োগে ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করিয়াছে সে অর্থ ট্রাস্টি বোর্ড নিম্নলিখিত যে কোন সার্টিফিকেট বা ঋণপত্র খরিদের জন্য বিনিয়োগ করিতে পারিবে, যথা ঃ–

(ক) আই,সি,বি, মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট;

(খ) আই,সি,বি, ইউনিট সার্টিফিকেট;

(গ) প্রতিরক্ষা এবং ডাক সঞ্চয়পত্রসহ সরকারী ঋণ পত্র; এবং

(ঘ) এতদউদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন ঋণ পত্র।

২৪১। **সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতা।**— (১) সকল শ্রমিক এই অধ্যায়ের অধীন সকল সুবিধা পাইবার এবং তহবিলদ্বয়ে অংশগ্রহণের যোগ্য হইবেন।

(২) কোন হিসাব বৎসরে কোন শ্রমিক কোন কোম্পানীতে অন্যূন ছয় মাস চাকুরী পূর্ণ না করিলে তিনি উক্ত বৎসরের জন্য তহবিলদ্বয়ে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

২৪২। **অংশগ্রহণ তহবিলের ব্যবহার।**— (১) প্রত্যেক বৎসর অংশগ্রহণ তহবিলে জমাকৃত মোট অর্থের দুই-তৃতীয়াংশ সমান অনুপাতে সকল শ্রমিকগণের মধ্যে নগদে বন্টন করা হইবে, এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ ধারা ২৪০ (১১) এর বিধান মোতাবেক বিনিয়োগ করা হইবে, যাহার মুনাফাও সকল শ্রমিকগণের মধ্যে সমান অনুপাতে বন্টন করা হইবে।

(২) যদি কোন শ্রমিক স্বেচ্ছায় কোম্পানীর চাকুরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে এই অধ্যায়ের অধীন তহবিলদ্বয় হইতে তাহাকে কোন সুবিধা প্রদেয় হইলে তাহা তিনি পাইবেন।

(৩) কোন শ্রমিকের চাকুরী, বরখাস্ত ব্যতীত, অন্য কোনভাবে অবসান করা হইলে, তিনি কোম্পানীর চাকুরী হইতে অবসরপ্রাপ্ত কোন শ্রমিকের সমতুল্য হইবেন।

(৪) কোন শ্রমিক চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইলে, তহবিলদ্বয়ে তাহার অংশ বাজেয়াপ্ত হইবে।

(৫) যে ক্ষেত্রে কোন শ্রমিক কোন কোম্পানীর কোন অফিস বা ইউনিট হইতে উহার অন্য কোন অফিস বা ইউনিটে বদলী হন, সে ক্ষেত্রে তাহার নামে জমাকৃত তহবিলদ্বয়ের সুবিধা উক্ত বদলীকৃত অফিসে বা ইউনিটের তহবিলদ্বয়ে স্থানান্তরিত হইবে, এবং তাহার পূর্বের অফিস বা ইউনিটের চাকুরী তাহার বদলীকৃত অফিস বা ইউনিটের তহবিল হইতে প্রদেয় সুযোগের ক্ষেত্রে গণনায় আনা হইবে।

(৬) কোন শ্রমিকের অবসর গ্রহণের পর তিনি, অথবা কোম্পানীতে চাকুরীরত থাকাকালে তাহার মৃত্যু ঘটিলে তাহার মনোনীত স্বত্বভোগী, এই অধ্যায়ের অধীন পূর্ণ সুবিধা ভোগ করিবেন।

২৪৩। **কল্যাণ তহবিলের ব্যবহার।**— কল্যাণ তহবিলে জমাকৃত অর্থ, ট্রাস্টি বোর্ড যেভাবে স্থির করিবে, সেভাবে এবং সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইবে এবং বোর্ড

তৎসম্পর্কে সরকারকে অবহিত করিবে।

২৪৪। **কোম্পানীকে প্রদত্ত আর্থিক রেয়াত।**— এই অধ্যায় প্রযোজ্য হয় এরূপ সকল কোম্পানীর ক্ষেত্রে তাহাদের কর প্রদানযোগ্য আয় হিসাবের বেলায় তৎকর্তৃক তহবিলদ্বয়ে বরাদ্ধকৃত কোন অর্থ হিসাবে ধরা হইবে না।

২৪৫। **তহবিলদ্বয়ের আয় আয়কর হইতে রেহাই।**— তহবিলদ্বয়ের আয়, উহার মূলধনী মুনাফাসহ, আয়কর হইতে রেহাই পাইবে।

২৪৬। **শ্রমিকগণের আয় আয়কর হইতে রেহাই।**— তহবিলদ্বয় হইতে যে অর্থ শ্রমিককে দেওয়া হয়, ইহার জন্য তাহাকে কোন আয়কর দিতে হইবে না।

২৪৭। **ট্রাস্টি বোর্ডের অবস্থান ও কাজ।**— (১) ট্রাস্টি বোর্ডের অফিস কোম্পানীর আংগিনায় স্থাপিত হইবে, এবং যে ক্ষেত্রে কোন কোম্পানীর একাধিক অফিস অথবা ইউনিট থাকে, সেক্ষেত্রে উহার রেজিস্ট্রিকৃত প্রধান কার্যালয়ে ইহা স্থাপিত হইবে।

(২) ট্রাস্টি বোর্ডের হিসাবরক্ষণসহ সকল খরচ কোম্পানী বহন করিবে।

২৪৮। **তহবিলদ্বয়ের হিসাব নিরীক্ষা।**— কোম্পানীর আয়-ব্যয়ের হিসাব যে ভাবে নিরীক্ষিত হয়, তহবিলদ্বয়ের প্রতি বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাবও অনুরূপভাবে কোম্পানীর খরচে নিরীক্ষিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার নিজ খরচে তহবিলদ্বয়ের আয়-ব্যয়ের কোন বিশেষ নিরীক্ষার জন্য স্বতন্ত্র নিরীক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবে।

২৪৯। **তহবিলদ্বয়ের প্রদত্ত সুবিধা অন্যান্য সুবিধার অতিরিক্ত হইবে।**— এই অধ্যায়ের অধীন শ্রমিককে প্রদেয় কোন সুবিধা, কোন আইন, চুক্তি, চাকুরীর শর্তাবলী অথবা অন্যভাবে তাহাকে প্রদেয় অন্য কোন সুবিধার অতিরিক্ত হিসাবে প্রদেয় হইবে এবং ইহা উক্তরূপ সুবিধার পরিবর্তে বা উহার হানি করিয়া হইবে না।

২৫০। **মৌসুমী কাজে নিযুক্ত শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান।**— এই অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে সকল কোম্পানী সমস্ত বৎসরের পরিবর্তে উহার কোন অংশে উহাদের কাজ চালায় সে সকল কোম্পানীর মুনাফায় শ্রমিকগণের অংশ গ্রহণের জন্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধান করিতে পারিবে।

২৫১। **একাধিক শিল্প সম্পর্কিত কাজ-কর্মে নিয়োজিত কোম্পানীসমূহ।**— এই

অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দেশের একাধিক স্থানে একাধিক শিল্প সম্পর্কিত কাজ-কর্মে নিয়োজিত কোন কোম্পানীর অনুরোধক্রমে সরকার উহার তহবিলদ্বয়কে উহার শিল্প সম্পর্কিত কাজকর্মে রত বিভিন্ন অফিস বা ইউনিটের মধ্যে বিভক্ত করিবার জন্য এবং উহার প্রত্যেক অফিস বা ইউনিটের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের জন্য অনুমতি দিতে পারিবে; এবং সে ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের বিধানাবলী এমনভাবে প্রযোজ্য হইবে যেন উহার উক্তরূপ প্রত্যেক অফিস বা ইউনিট একটি কোম্পানী।

২৫২। **বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্পোরেশন, ইত্যাদির উপর অংশগ্রহণ তহবিলের ব্যবস্থাপনা অর্পণ।**— ট্রাস্টি বোর্ড, সরকারের পূর্ব অনুমতিক্রমে বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্পোরেশন অথবা সোনালী ব্যাংকে উহার অংশগ্রহণ তহবিলের ব্যবস্থাপনা অর্পণ করিবার জন্য উহার সহিত চুক্তি করিতে পারিবে; এবং এক্ষেত্রে চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রদেয় কোন ফিস কোম্পানী কর্তৃক পরিশোধযোগ্য হইবে।

ষোড়শ অধ্যায়

ডক শ্রমিকগণের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা

২৫৩। **স্কীম প্রণয়নের ক্ষমতা।**— (১) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে ডক শ্রমিক নিয়োগে অধিকতর নিয়মানুবর্তিতা এবং দক্ষতার সহিত ও স্বল্প খরচে জাহাজের আগমন-নির্গমন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডক শ্রমিকগণের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ এবং তাহাদের ও মালিকগণের রেজিস্ট্রিকরণের জন্য স্কীম প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরিউক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অনুরূপ স্কীমে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা ঃ–

(ক) স্কীম কোন্ কোন্ শ্রেণীর ডক শ্রমিক এবং মালিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে উহা নির্ধারণ;

(খ) ডক শ্রমিকগণ এবং মালিকগণের কি কি দায়িত্ব পালন সাপেক্ষে স্কীমটি তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, এবং কি কি পরিস্থিতিতে উহার প্রয়োগ তাহাদের ক্ষেত্রে বন্ধ হইয়া যাইবে ইহার বর্ণনা;

(গ) ডক শ্রমিকগণের নিয়োগ এবং স্কীমে তাহাদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ন্ত্রণ;

(ঘ) ডক শ্রমিক এবং মালিকগণের রেজিস্ট্রিকরণ, রেজিস্ট্রি খাতা রক্ষণ, উহা হইতে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে নাম কর্তন, এবং রেজিস্ট্রিকরণের জন্য ফিস আরোপ;

(ঙ) রেজিস্ট্রিকৃত হউক বা না হউক, ডক শ্রমিকগণের নিয়োগ, চাকুরীর শর্তবলী এবং পারিশ্রমিকের হার নিয়ন্ত্রণ;

(চ) স্কীম প্রযোজ্য হয় নাই এরূপ ডক শ্রমিকগণের চাকুরীতে নিয়োগ, এবং স্কীম প্রযোজ্য হয় নাই এরূপ মালিক কর্তৃক ডক শ্রমিকগণের চাকুরীতে নিয়োগ নিষিদ্ধকরণ, সীমাবদ্ধকরণ অথবা অন্যভাবে নিয়ন্ত্রণ;

(ছ) কোন সন্তোষজনক ভিন্ন ব্যবস্থাপনা থাকার ক্ষেত্রে, ডক শ্রমিকগণের প্রশিক্ষণ এবং কল্যাণের ব্যবস্থাকরণ;

(জ) স্কীম পরিচালনার ব্যয় কিভাবে এবং কাহার দ্বারা বহন করা হইবে তাহা নির্ধারণ; এবং

(ঝ) স্কীমের উদ্দেশ্যে সমীচীন অথবা প্রয়োজনীয় হইবে এরূপ আনুসংগিক এবং পরিপূরক ব্যবস্থা নির্ধারণ।

(৩) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন স্কীম সংশোধন, পরিবর্তন অথবা বাতিল করিতে পারিবে।